→ (Caste এর বাংলা অনেক সময় "জাতি" করা হয়)
(কিন্তু যেহেতু জাতি শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় nation
কে বোঝাতে) (সে জন্য Caste এর বাংলা জাতপাত
করাই সংগত) (জাত পাত ভিত্তিক স্তর বিন্যাস ভারতীয়
হিন্দু সমাজের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য)। ~~সমাজতাত্ত্বিক~~
(নির্ধারণ করে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গণ এই ব্যবস্থা
সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন) (জাত পাত ব্যবস্থা প্রথম
উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিসের
ভারত সম্পর্কে লেখায়।)

Scanned with CamScanner

৩. জাতব্যবস্থা (Caste system) ঃ জাতব্যবস্থা হল ভারতীয় হিন্দু সমাজের বিশেষ ধরনের ক্রমোচ্চ সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, যার মূল স্তম্ভ হল বর্ণব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বর্ণের ভিত্তিতে জাতিগত অবস্থান নির্ধারিত হয় এবং বর্ণ নির্ধারিত হয় এস্টেট ব্যবস্থার মতো বৃত্তি বা পেশার ভিত্তিতে। সমাজে চারটি বর্ণের কথা বলা হয়—ব্রাহ্মণ (বিদ্যাচর্চা ও পূজা অর্চনার কাজে যুক্ত), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা, প্রশাসক ও শাসক), বৈশ্য (কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত) এবং শূদ্র (কায়িক শ্রমজীবী)। এগুলি ছাড়াও আছে বর্ণব্যবস্থার বাইরে অবস্থিত অস্পৃশ্যরা যেমন ঝাড়ুদার, মেথর, চর্মশিল্পী ইত্যাদি। এই বিভাজন সর্বভারতীয় স্তরে বিস্তৃত ছিল। সর্বভারতীয়ভাবে বর্ণব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ছিল ব্রাহ্মণ বর্ণ, যাদের পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্তর বলে মনে করা হত এবং ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত অস্পৃশ্যরা, যারা সর্বাপেক্ষা অপবিত্র বলে পরিগণিত হত। দুইয়ের মাঝে ছিল অন্যান্যরা। উচ্চ বর্ণের লোকরা উচ্চ মর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং প্রত্যেক বর্ণের সদস্যরা মনে করতেন যে নিজ বর্ণের রীতিনীতি মান্য করা এবং বর্ণপরিচয়জনিত দায়িত্ব সম্পাদন করা ছিল তাদের কর্তব্য।

বর্ণব্যবস্থা থেকে পরে জাতব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। জাতব্যবস্থা হল স্থানীয় অন্তর্বিবাহ

Scanned with CamScanner

(endogamous) গোষ্ঠী, যার নিজস্ব জীবনযাত্রা পদ্ধতি আছে, যে নিজ গোষ্ঠীগত প্রথাভিত্তিক বৃত্তি অনুসরণ করে এবং যে অন্যান্য জাতের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে পণ্যদ্রব্য ও সেবা বিনিময় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেকটি জাতই আবার বহু উপজাতে বিভক্ত।

বর্ণ ও জাতব্যবস্থা হল বংশানুক্রমিক ঃ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ব্যক্তির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হয় এবং তা সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী ব্যবস্থা। উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তির বর্ণ বা জাতগত অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। জাতব্যবস্থাকে তাই বদ্ধ বা স্থায়ী ব্যবস্থা বলা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে জাতব্যবস্থাটিকে বৈধতা প্রদান করা হয়। বলা হয় যে জাতভিত্তিক পেশা এবং জাতিগত নিয়মকানুন মেনে চলাই হল নৈতিক পথ। তবে জাতব্যবস্থায় ব্যক্তির সামাজিক জাতগত অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব না হলেও সমগ্র জাতগোষ্ঠীর জাতগত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং তা মাঝে মাঝে ঘটেছে।

বিভিন্ন জাতের মধ্যে খাদ্য, জল বা অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা আছে—উচ্চ জাতি, নীচু জাতির ছোঁয়া বা রান্না করা খাবার খায় না, কারণ তা নিষিদ্ধ। এই নিষেধ না মানলে জাতিচ্যুত হতে হয়।

জাতব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ হল বংশানুক্রমিক মর্যাদা বা অবস্থান, এক জাতির সদস্যদের সম অবস্থান ও সম জীবনধারা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিধান ও বিভিন্ন জীবনধারা, জাতীয় বিধিনিষেধ মানার আবশ্যকতা এবং সচলতার অভাব।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের প্রগতি, প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তার, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে জাতিব্যবস্থার কাঠামো ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, ভারতীয় সংবিধান জাতিভেদজনিত অস্পৃশ্যতার আচরণকে আইনগত অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। বর্তমানে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদজনিত মানসিকতা আগের মতো কঠোর নেই, তবে এখনও এই মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়নি।

জাতের ধারণাকে দক্ষিণ আফ্রিকার (aparthied) ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, যেখানে অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত কালো ও সাদা চামড়ার মধ্যে পৃথকীকরণ করা হত, উভয়ের মধ্যে আন্তঃবিবাহও নিষিদ্ধ ছিল।

৪. শ্রেণি (Class) ঃ শ্রেণি হল শিল্পভিত্তিক সমাজগুলির বিশেষ ক্রমোচ্চ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থা। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, শ্রেণি হল একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যার সদস্যরা সম অর্থনৈতিক অবস্থানযুক্ত আর এই সম অর্থনৈতিক অবস্থান তাদের জীবনযাত্রার ধরন, শিক্ষার স্তর, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সম্পদ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। বটোমোর বলেছেন যে শ্রেণি হল সপ্তদশ শতক থেকে

Scanned with CamScanner

বিকশিত শিল্পভিত্তিক সমাজগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ গোষ্ঠীসমূহ। শ্রেণিবিভাজনের অন্যতম উপাদান হল পেশাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থান ও সম্পদের মালিকানা।

অধিকাংশ পশ্চিমি সমাজের প্রধান শ্রেণিগুলি হল—**উচ্চ শ্রেণি,** যারা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক বা তার নিয়ন্ত্রণকারী, যেমন চাকরিদাতা, শিল্পপতি, শাসক ইত্যাদিরা, **মধ্য শ্রেণি** হল উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত চাকুরে বা বিভিন্ন মধ্য পেশাজীবীরা এবং **শ্রমিক শ্রেণি** হল শিল্পশ্রমিক বা শিল্পে কায়িক শ্রম প্রদানকারীরা। অনেক শিল্পভিত্তিক সমাজে একটি চতুর্থ শ্রেণি দেখা যায়—সাবেকি ধরনের কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত কৃষকরা। ভারত ও অন্যান্য বিকাশশীল দেশগুলিতে কৃষকরা হল সমাজের অন্যতম বৃহৎ শ্রেণি। ধর্ম বা আইনের সমর্থনের ভিত্তিতে ব্যক্তির শ্রেণিগত মর্যাদা গড়ে ওঠে না। এই মর্যাদা বংশগত বা জন্ম থেকেই সুনির্দিষ্ট বা আরোপিত নয়, ব্যক্তির শ্রম, বুদ্ধি ও কলাকৌশল দ্বারা অর্জিত। তাই শ্রেণিব্যবস্থাকে মুক্ত ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে সচলতা আছে, ব্যক্তি যে কোনো সময় উচ্চ স্তরে উঠতে বা নিম্ন স্তরে নেমে যেতে পারে। তবে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকে।

শ্রেণিসংক্রান্ত আলোচনা প্রাচীন গ্রিসে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের লেখায় পাওয়া যায়। তাঁরা সমাজে তিনটি শ্রেণির কথা বলেন—অভিভাবক বা শাসক শ্রেণি, যোদ্ধা শ্রেণি এবং কারিগর শ্রেণি। প্রতিটি শ্রেণির নির্দিষ্ট দয়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকে এবং প্রত্যেকে সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজ নিজ শ্রেণিগত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় বলে প্লেটো মনে করতেন। তাঁর মতে শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তি হল ব্যক্তির যোগ্যতা। অর্থাৎ শ্রেণিবিভাজন বংশানুক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট নয়। তবে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এই তিনটি মুক্ত শ্রেণি ছাড়াও এক ধরনের বংশানুক্রমিক দাসদের কথা বলেছেন, যাদের কোনো সম্পত্তি, অধিকার বা স্বাধীনতা ছিল না, যারা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হত।

আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজগুলিতে শ্রেণিবিভাজনকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণিস্বার্থকে পরস্পরের প্রতিযোগী হিসাবে গণ্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের শ্রেণিতত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner